ভূমিকা

(এক)

> “চিরকালই মানুষের সভ্যতায় একদল অখ্যাত লোক থাকে, তাদেরই সংখ্যা বেশি, তারাই বাহন; তাদের মানুষ হবার সময় নেই; দেশের সম্পদের উচ্ছিষ্টে তারা পালিত। সব চেয়ে কম খেয়ে কম পরে কম শিখে বাকি সকলের পরিচর্যা করে; সকলের চেয়ে বেশি তাদের পরিশ্রম, সকলের চেয়ে বেশি তাদের অসম্মান। কথায় কথায় তারা উপোসে মরে, উপরওয়ালাদের লাথি-ঝাঁটা খেয়ে মরে—জীবন-যাত্রার জন্য যত কিছু সুযোগ সুবিধে সব-কিছুর থেকেই তারা বঞ্চিত। তারা সভ্যতার পিলসুজ, মাথায় প্রদীপ নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে—উপরের সবাই আলো পায়, তাদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে।’’ (ঠাকুর ১৩৬৮, পৃ.৬৭৫)

‘সভ্যতার পিলসুজ’-ই আজকের পরিভাষায় সাবঅলটার্ন অর্থাৎ নিম্নবর্গ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই ‘অখ্যাত লোক’-দের যে স্বরূপের কথা বলেছেন তা নিম্নবর্গের বহিরঙ্গ। তাহলে কাকে বলব নিম্নবর্গ? নিম্নবর্গ ইতিহাসচর্চা, তত্ত্ব ও চেতনার সূত্রপাত কোথায়, কবে, কীভাবে? এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার আগে আমরা বলে নিতে চাই সমাজের উঁচু-নিচু ধারণার কথা। যবে থেকে মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধভাবে থাকতে শিখেছে তবে থেকে সেই সমাজে উঁচু-নিচু, শাসক-শাসিত—এ বৈপরীত্য লক্ষ করা গিয়েছে। শুধু সামাজিক দিক থেকে নয়, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ক্ষমতা-বহির্ভূত এক শ্রেণি বরাবর সমাজের তলদেশে অবস্থান করেছে। এই বৃত্ত বহির্ভূত মানুষগুলিকে ১৯৮২ সালে সমালোচক রণজিৎ গুহ ‘নিম্নবর্গ’ বলে অভিহিত করেন। এক্ষেত্রে তাদের আমরা ব্রাত্য, দলিত, অন্ত্যজ, প্রান্তিক, অপর, অবতলজন যা-ই বলি না কেন, তাদের একছাদের তলায়, এক পরিভাষায় সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে ‘সাবঅলটার্ন’ বা ‘নিম্নবর্গ’ বলে।

এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে বলা প্রয়োজন, ‘দলিত’-দের আমরা আলোচনার বাইরে রেখেছি। আসলে বর্তমানে ‘দলিত’ শব্দটি একটি রাজনৈতিক গুরুত্ব পেয়েছে যার যোগসূত্র রয়েছে সামাজিক জাতিভেদ প্রথার সঙ্গে। ১৯৩০ পরবর্তী সময়ে বি.আর আম্বেদকরের নেতৃত্বে নিম্নশ্রেণি, নিম্নবিত্ত তথা নিম্নবর্গের যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল, সেখানে এই ‘দলিত’ শব্দটি বিপুলভাবে উঠে আসে। সাধারণ অর্থে ‘দলিত’ বলতে বোঝায় যারা সর্বহারা। তা কিন্তু সব ক্ষেত্রে নয়। সর্বহারা বলতে যাদের কিছু নেই, আর দলিত বলতে যারা কিছু নয়। যাদের কিছু নেই, তা একটা সময় পূরণ হয়ে যেতে পারে কিন্তু যারা কিছু নয় তাদের রূপান্তর হবে কী করে? এরই ফলে ১৯৫৬ সালে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে দলিত সাহিত্য আন্দোলনের আয়োজন করা হয়, কিন্তু ওই বছর বি.আর আম্বেদকরের অকাল প্রয়াণে তা হয়ে ওঠে না। তবে ১৯৫৮ সালে এই আন্দোলনের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়েছিল যেখানে বলা হয়েছে দলিত সাহিত্য অন্যান্য সাহিত্যের তুলনায় একেবারেই স্বতন্ত্র। দলিত সাহিত্য রচনা ও আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সমগ্র

বিশ্বের কাছে দলিত চেতনাকে উন্মুক্ত করে দেওয়ার একটি প্রয়াস লক্ষ করা যাচ্ছে **১৯৭২** সালে 'দলিত প্যান্থার অফ ইন্ডিয়া' নামক সংগঠন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। সমালোচকদের মতে, 'নিম্নবর্গ' বলতে আধিপত্য ও অধীনতার ক্ষেত্রে পরাধীনতা বোঝায়, অন্যদিকে 'দলিত' অর্থে ব্রাহ্মণ্য পরাধীনতার পরিপ্রেক্ষিতে পরাধীনতা যার ক্ষেত্র সামাজিক। এই দুটি ক্ষেত্র ভিন্ন হলেও এদের সাধারণ স্বরূপ হল, পরাধীনতা। আসলে জ্যোতিবা ফুলে, দলিত প্যান্থার, আম্বেদকরের লক্ষ্য ছিল, দলিতদের সামাজিক বর্ণভিত্তিক অস্পৃশ্যতা ও অর্থনৈতিক নিপীড়ন থেকে মুক্তি দেওয়া। অন্যদিকে সাবঅলটার্ন প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল, প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসে অভিজাত পক্ষপাত সংশোধনের মধ্য দিয়ে নিম্নবর্গকে আলোকিত করা। ফলে দলিত ও নিম্নবর্গের মধ্যে দুটি সূক্ষ্ম নিজস্ব ধারা গড়ে উঠেছে। (Pankaj 2019, p. 1-29) দলিত সাহিত্য তত্ত্ব ও নিম্নবর্গ তত্ত্ব এই দুটি বিষয়ই তাদের স্বরূপগত দিক থেকে ভিন্ন, ফলে এই তত্ত্বকে মেলানোর অবকাশ আমাদের গবেষণায় নেই। মূলত সে কারণেই আমরা দলিত চেতনা বা দলিত সাহিত্যতত্ত্বকে আমাদের গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করিনি।

(দুই)

'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ' সমালোচনাতত্ত্ব মূলত উত্তর-ঔপনিবেশিকচর্চার অন্তর্ভুক্ত। বিশ শতকে যে সমস্ত উল্লেখযোগ্য তত্ত্বের সৃষ্টি হয়েছে তার মধ্যে 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ' অন্যতম। প্রাথমিকভাবে বলতে গেলে 'সাবঅলটার্ন' হল উপনিবেশের শোষিত মানুষ যারা মূলত সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা ভৌগোলিক দিক থেকে ক্ষমতার বাইরে অবস্থান করছে। আসলে উত্তর-ঔপনিবেশিকতাবাদে বিশেষ করে যে দিকটি লক্ষ করা হয় সেটি হল স্বাধীনতার পর প্রাচ্যের দেশগুলিতে বিকাশের গতি প্রকৃতি। এখানে সমগ্র বিশ্বের আলোচনা স্থান পেলেও বিশেষ করে ভারতবর্ষ, চীন, আফ্রিকা প্রভৃতি দেশের ক্ষেত্রে বিশেষ আলোকপাত করা হয়। ঔপনিবেশিক শাসনোত্তর প্রতিক্রিয়াগুলোর ওপর ভিত্তি করে ঔপনিবেশিকতাবাদ তত্ত্বটি গুরুত্ব লাভ করেছে। এই তত্ত্ববাদীরা অধিকাংশ সময় দেখিয়ে এসেছেন নিম্নবর্গের কোনো রাজনৈতিক সচেতনতা নেই। তাঁরা নিম্নবর্গকে দেখেছেন সাম্রাজ্যবাদী, উপনিবেশবাদী ইতিহাস কাঠামোর ভেতরেই। কিন্তু নিম্নবর্গের সমালোচকেরা প্রমাণ করেছেন নিম্নবর্গের অস্তিত্ব, চেতনা, প্রভাব ও সীমাবদ্ধতাকে। সেক্ষেত্রে সমাজ বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিম্নবর্গের সচেতনতা ও বিদ্রোহী রূপ ইতিহাসের পাতায় আমরা লক্ষ করেছি বারবার। এখানেই ঔপনিবেশিকতাবাদের সঙ্গে নিম্নবর্গের সমালোচকদের মত পার্থক্য, যেখান থেকে **১৯৮২** সালে নিম্নবর্গের ইতিহাসবিদ রণজিৎ গুহের প্রতিনিধিত্বে নতুন তত্ত্ব সম্বলিত 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ' এর প্রথম খণ্ড প্রকাশ পায় যা পরবর্তীকালে নিম্নবর্গীয় ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে একটি

বাঁক তৈরি করে। (ভদ্র (সম্পা.) ১৯৯৮, পৃ. ১-২০) নিম্নবর্গের ইতিহাস কোনো 'সাবজেক্ট' নয়, তা আসলে একটি পদ্ধতি। উচ্চবর্গের বিপরীতে তাদেরও রয়েছে নিজস্ব স্বকীয়তা, দাবি ও স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর যা নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের জন্ম দেয়। নানা বিতর্ক ও সমালোচনার ভিত্তিতে সৃষ্টি করে এক নতুন তত্ত্বের।

যদিও 'নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চা'-য় ক্ষমতার সম্পর্কসূত্রে নিম্নবর্গের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়েছে আধিপত্য-অধীনতার ভিত্তিতে। যেমন গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক মনে করেন, ঔপনিবেশিক শাসনে যে কোনো ধরনের অধীনতা ও ক্ষমতার সূত্রে নিপীড়িত অধীনস্ত যারা, তারাই নিম্নবর্গ। রণজিৎ গুহ মনে করেন, গরীব চাষি, প্রায় গরীব ও মাঝারি চাষি, নিরবিত্ত ভূস্বামী, হীনবল গ্রামভদ্র, সম্পন্ন মাঝারি কৃষক ও ধনী কৃষক, গরীব শ্রমিক, ক্ষেত মজুর, নিম্ন মধ্যবিত্ত গ্রাম ও শহরের গরীব জনতা, আদিবাসী ও নারীও নিম্নবর্গ। জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডের মতে, অচ্ছুত, গৃহ ভৃত্য, নিরক্ষর অনগ্রসর জনগোষ্ঠী, আদিবাসী, নারী, শিশু ও অসংখ্য প্রান্তিক অপর শ্রেণি হল নিম্নবর্গ। (ভদ্র (সম্পা.) ১৯৯৮, পৃ. ২২-৪০) ১৯৮২ ও ১৯৮৩ সালে নিম্নবর্গের আনুষ্ঠানিক চর্চার সূত্রপাত ও তার সংজ্ঞায়নের পরেই কি ইতিহাস ও সাহিত্যের পাতায় নিম্নবর্গের উত্থান? তা নয়, বলাবাহুল্য। ঠিক যেমন ভাষার আগে ব্যাকরণ নয়, ঠিক তেমনই আমরা যাদের ব্রাত্য, অন্ত্যজ, প্রান্তিক, অপর, অবতলজন বলে জেনে এসেছি, তার যোগসূত্র কোনোভাবেই গ্রামশি ব্যবহৃত 'সাবঅলটার্ন'-এর সঙ্গে নেই। কারণ রবীন্দ্রনাথ কথিত 'সভ্যতার পিলসুজ'রা চিরকাল সমাজের একদল অখ্যাত লোক হয়ে ছিলই। তারা বরাবর এই সচল সমাজের এক অনিবার্য উপাদান। তারা সবসময়ই ইতিহাসেও ছিল, সাহিত্যেও ছিল। পার্থক্য শুধু এতটুকুই যে, 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ' এর প্রথম খণ্ড প্রকাশের পর নিম্নবর্গকে নতুন দৃষ্টিতে, নতুন চেতনা ও তত্ত্বের আলোকে দেখার অবকাশ পাওয়া গেল।

(তিন)

এই অবকাশেই আমরা হরিশংকর জলদাসের কথাসাহিত্যকে আমাদের গবেষণার জন্য নির্বাচন করেছি। কারণ, তিনি অধুনা স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলার উত্তর পতেঙ্গা গ্রামের জেলেপল্লির একজন জেলেসন্তান। জেলে জীবনযাপনের অভিজ্ঞতা তাঁর রচনায় বারবার উঠে এসেছে। এখানে আমরা দেখতে চেয়েছি নিম্নবর্গীয় চেতনার আলোকে সমাজের একজন তথাকথিত নিম্নবর্গের সাহিত্যিকের রচনা কীভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। আমাদের গবেষণা-সন্দর্ভে বর্তমানকাল অর্থাৎ ২০২২ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হরিশংকর

জলদাসের নিম্নবর্গকেন্দ্রিক উপন্যাস-ছোটোগল্পের ('জলপুত্র', 'দহনকাল', 'কসবি', 'রামগোলাম', 'মোহনা', 'অর্ক', 'একলব্য', 'সুখলতার ঘর নেই', 'প্রস্থানের আগে', 'কুন্তীর বস্ত্রহরণ' এবং 'গল্পসমগ্র ১', 'গল্পসমগ্র ২') মধ্য দিয়ে 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'-চর্চিত নিম্নবর্গীয় চেতনাকে অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেছি। আমাদের গবেষণার শিরোনামেই সে কথা স্পষ্ট।

বর্তমান গবেষণা-সন্দর্ভের উদ্দেশ্য ও বিশ্লেষণকে সঠিক পথে চালিত করার জন্য সমগ্র কাজটি হরিশংকর জলদাসের নিম্নবর্গ-প্রধান কথাসাহিত্যের নিরিখকে অনুসরণ করে অধ্যায়ভিত্তিক আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের গবেষণার বিশ্লেষণকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছি। গবেষণা করাকালীন বিষয় অনুসারে আলোচ্য অধ্যায়ের শিরোনামকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিবর্তন করা হয়েছে। সমগ্র গবেষণা-সন্দর্ভটিকে ভূমিকা ও উপসংহার ছাড়া মোট ছয়টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে আলোচনা করেছি।

প্রথম অধ্যায়ে আমরা নিম্নবর্গ ও নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চার উৎপত্তি, ভারতবর্ষে এর সূচনা, ক্রমবিকাশ ও বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা রয়েছে এই অধ্যায়ে। এখানে আমরা স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছি, নিম্নবর্গ বলতে কী বোঝায় এবং কারা এর আওতাভুক্ত। পাশাপাশি তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান, চেতনা ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কেও আলোচনা করেছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা কথাবিশ্বে নিম্নবর্গের অবস্থান ও উত্থানের সংক্ষিপ্ত রূপরেখাটি সুস্পষ্ট করার চেষ্টা করেছি। যেহেতু অতীতকে না জানলে বর্তমানকে জানা সম্ভব নয়, সেহেতু প্রাচীনসাহিত্য থকে প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বের কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গের অবস্থানের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি। স্বাধীনতা-উত্তর কালখণ্ডকে বেছে নেওয়ার কারণ হিসেবে বলা যায় বাংলা কথাসাহিত্যের কালখণ্ড দীর্ঘ। এই দীর্ঘ কালখণ্ডের বিচারে নিম্নবর্গকে দেখতে হলে আমরা আলোচনার মূল লক্ষ্য থেকে সরে যেতে পারি, সুতরাং আমাদের এমন একটি কালখণ্ড নির্দিষ্ট করতে হয়েছে যা গবেষণার মূলসুরকে অনুসরণ করে। তাছাড়া এই দীর্ঘ কালখণ্ডের নিরিখে নিম্নবর্গের অবস্থানগত আলোচনাটি একটি স্বতন্ত্র গবেষণার বিষয় হয়ে উঠতে পারে বলে আমাদের মনে হয়েছে।

হরিশংকর জলদাসের কথাবিশ্বে আর্থিক-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার পাশাপাশি দেখিয়েছেন অন্ত্যজ শ্রেণির সংগ্রাম ও উত্থানকেও। আমরা জানি একদল নিম্নবর্গের সমালোচক দেখিয়ে এসেছেন নিম্নবর্গের কোনো রাজনৈতিক সচেতনতা নেই। হরিশংকর জলদাস-এর কথাসাহিত্যের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আমরা এই সিদ্ধান্তের সত্যতা বিচার করার চেষ্টা করেছি। সমাজসৃষ্ট জাতপাত ও

ধর্মীয় গোঁড়ামি লেখকের কলমে উঠে আসছে কী না এবং নিম্নবর্গ বলতে লেখক কি কেবল খেটে খাওয়া মজুরদের কথাই বোঝাচ্ছেন, না বিস্তৃত অর্থেই নিম্নবর্গকে তিনি লেখায় স্থান দিয়েছেন—সে বিষয়টিকেও গুরুত্ব দিয়েছি তৃতীয় অধ্যায়ে।

উচ্চবর্গের সঙ্গে নিম্নবর্গের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় শাসক-শোষিতের সম্পর্ক। আমরা দেখেছি আলোচ্য লেখক তাঁর সাহিত্য জগৎ তৈরি করেছেন প্রধানত নিম্নবর্গীয় মানুষদের নিয়ে। ফলে সেই সমাজেও নিম্নবর্গের মধ্যে তৈরি হয়েছে শাসক-শোষিতের পারস্পরিক অবস্থান। বিশেষ করে 'জলপুত্র' উপন্যাসে দেখা যাচ্ছে জেলেগোষ্ঠীর মধ্যেই রয়েছে উচ্চ-নীচ বিভাজন। ফলে সেখানেও দেখা যায় শোষণের নানাবিধ চিত্র। সমাজে শোষণের মূলত যে দ্বিবিধ রূপ প্রত্যক্ষ করা যায়—সেই বিষয়টিকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি চতুর্থ অধ্যায়ে। পুরুষের ওপরে যদি মহাজনদের শোষণ চলে তাহলে মহিলাদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে অবহেলিত ও অবদমিত করার প্রয়াস।

ক্ষমতার সম্পর্কের একদিকে আধিপত্য থাকলে তার অপর প্রান্তে অবশ্যই প্রতিবাদ-প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। কিন্তু পঞ্চম অধ্যায়ে দেখা গেল পরিস্থিতি ও ক্ষমতার প্রাবল্যের কাছে প্রতিরোধ কেন, কোনো প্রতিবাদ স্বরূপ প্রতিক্রিয়া পর্যন্ত লক্ষ করা যায়নি। নিম্নবর্গের এই একান্ত অনুগত জীব হয়ে দৈনন্দিন অধীন জীবনযাপন নিম্নবর্গের নিম্নবর্গীয়তাকে যেমন স্পষ্ট করে তেমনই এই নিষ্ক্রিয়, ভীরুতা ও প্রতিবাদহীনতাই একটা সময় পরোক্ষভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতেও সাহায্য করেছে। পাশাপাশি নিম্নবর্গের প্রতিবাদ ও সেই প্রতিবাদের ব্যর্থতার কথাও যেভাবে উঠে এসেছে তাতে কথাবিশ্বে ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেখা গিয়েছে। 'জলপুত্র', 'দহনকাল', 'কসবি', 'রামগোলাম', 'অর্ক', 'মোহনা', 'একলব্য' প্রভৃতি উপন্যাসে ইতিহাস কথিত নিম্নবর্গের নেতিবাচক চেতনা হিসেবে প্রতিবাদী চেতনাকে ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে অনুধাবনের চেষ্টা আছে আলোচ্য অধ্যায়ে।

ইতিহাস যিনি লেখেন তিনি যেমন একজন ব্যক্তি; একজন সাহিত্য স্রষ্টাও তেমনই একজন ব্যক্তি। তবে একজন ঐতিহাসিক যখন ইতিহাস লিখতে বসেন তখন তাঁর নিজস্ব কিছু দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করলেও, তিনি আশ্রয় নেন বহু প্রামাণ্য তথ্য, সত্য ও তত্ত্বের। কিন্তু একজন সাহিত্য স্রষ্টার কিন্তু সে দায় থাকে না। ইতিহাসের মধ্যে যে বাস্তব সত্য উঠে আসে, তা অনেক ক্ষেত্রেই সাহিত্যে উঠে আসে না। কারণ সাহিত্য শিল্পকলা, আর ইতিহাস চরম বাস্তব। সুতরাং দৃষ্টিভঙ্গিগত তফাৎ থেকেই একজন ঐতিহাসিক যেভাবে নিম্নবর্গকে আবিষ্কার করবেন একজন সাহিত্যিক হিসাবে নিম্নবর্গের আবিষ্কার সেরূপ হবে না। আমরা এ অধ্যায়ে অন্বেষণ করে দেখেছি সমালোচকরা নিম্নবর্গকে যেভাবে দেখেছেন, একজন

সাহিত্যিক হিসাবে হরিশংকর জলদাস তাঁর আখ্যানে নিম্নবর্গকে সেভাবে দেখছেন কি না, বা নিম্নবর্গ নিয়ে তাঁর আখ্যানে নতুন কোনো দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ করা গিয়েছে কি না। মূলত সমালোচকদের আবিষ্কৃত নিম্নবর্গীয় চেতনার আলোকে হরিশংকর জলদাস-এর কথাসাহিত্যকে ব্যাখ্যা করাই ষষ্ঠ অধ্যায়ের উদ্দেশ্য।

পরিশিষ্ট অংশে আমরা হরিশংকর জলদাস-এর ব্যক্তিগত জীবনপঞ্জি ও সৃজনবিশ্ব নিয়ে আলোচনার অবকাশ রেখেছি। পাশাপাশি হরিশংকর জলদাস অর্জিত বিবিধ সম্মাননার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই অংশে তুলে ধরা হয়েছে।

উপসংহারে পৌঁছে আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলির আলোচনার প্রেক্ষিতে সামগ্রিক সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর চেষ্টা করেছি।

(চার)

গবেষণার পদ্ধতি হিসেবে হরিশংকরের কথাসাহিত্যকে বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে আমরা মূলত বর্ণনামূলক পদ্ধতি ব্যবহার করেছি। প্রাথমিকস্তরে হরিশংকর জলদাসের উপন্যাস ও ছোটোগল্পগুলো পুনঃপাঠের মধ্য দিয়ে তথাকথিত নিম্নবর্গীয় জীবনের নানাদিক, তাদের মানসিক দ্বন্দ্ব-সংকট-সমন্বয়ের নানা বৈশিষ্ট্যগুলো অন্বেষণ করে দেখা হয়েছে। এরপর 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'-এ বর্ণিত নিম্নবর্গীয় চেতনার বৈশিষ্ট্যগুলি আমাদের নির্বাচিত উপন্যাস ও ছোটোগল্পগুলোতে অন্বেষণ করার ফলে দেখা গিয়েছে, সেখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিম্নবর্গের বৈশিষ্ট্য ও চেতনা উঠে এসেছে। মূলত এই বিষয়টিই আমরা আমাদের গবেষণায় তুলে ধরেছি।

তথ্য সংগ্রহ

বর্তমান গবেষণা-সন্দর্ভের তাত্ত্বিক ভিত্তির অধিকাংশ তথ্য সংগৃহীত হয়েছে 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ' ও বিভিন্ন নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চার সমালোচনা সম্বলিত গ্রন্থ থেকে। যার উপর ভিত্তি করে হরিশংকর জলদাস-এর নিম্নবর্গ প্রধান আখ্যানে কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তা আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি। তাছাড়া লিটিল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র, রামমোহন লাইব্রেরি, সুহৃদ ক্লাব ও পাঠাগার, মিলন সংঘ ও পাঠাগার থেকে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা সংগ্রহ করেছি। কোভিড-১৯ অতিমারির প্রকোপে তথ্য সংগ্রহ করা অসুবিধাজনক হলেও আমরা বিভিন্ন লাইব্রেরি ব্যবহারের যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি। যেহেতু আমাদের গবেষণা-সন্দর্ভে বাংলাদেশের লেখককে নির্বাচন করা হয়েছে, সেহেতু সে দেশ থেকে প্রকাশিত নিম্নবর্গ সম্পর্কিত বই, পত্র-পত্রিকা, অনলাইন পত্রিকা ও ব্লগগুলির সাহায্যও আমরা নিয়েছি।

পূর্ববর্তী গবেষণা ও প্রবন্ধসমূহের মূল্যায়ন

গবেষণাকর্ম শুরুর প্রাথমিক পর্যায়ে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল হরিশংকর জলদাস-এর সাহিত্যকর্ম নিয়ে রচিত গবেষণা সন্দর্ভ, সমালোচনা গ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের মূল্যায়ন করা। এ পর্যন্ত আমরা আলোচ্য লেখক সম্পর্কিত যা যা গ্রন্থ, প্রবন্ধ-আলোচনা ও সাক্ষাৎকার খুঁজে পেয়েছি তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে উল্লেখ করা হল।

হরিশংকর জলদাস ও তাঁর কথাসাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থ :

- হরিশংকর জলদাস তাঁর আত্মজীবনী রচনা করেছেন 'নোনাজলে ডুবসাঁতার' (জলদাস ২০১৮, পৃ. ১-২৬৪) শিরোনামে। সেখানে তিনি তাঁর জন্মবৃত্তান্ত, শৈশব, শিক্ষা, যৌবনকাল বর্ণনার মধ্য দিয়ে জেলেসমাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন। পাশাপাশি বিভিন্ন সময়ে তাঁর সাহিত্য রচনার প্রেক্ষাপট ও তার পেছনে বহু পরিশ্রমের কথা শুনিয়েছেন। একজন সাধারণ ব্যক্তি থেকে সাহিত্যিক হরিশংকর জলদাস হয়ে ওঠার যাত্রাপথের পাঁচালী হয়ে উঠেছে গ্রন্থটি। তাঁর আত্মজীবনীর মাধ্যমে আমরা লেখকের সামগ্রিকতার ধারণা পেয়েছি।
- 'আমার কর্ণফুলী' (জলদাস ২০১৬(ক), পৃ. ১-১৪৩) গ্রন্থের তেরোটি প্রবন্ধে ব্যক্ত হয়েছে কর্ণফুলী নদী ও সমুদ্রের প্রতি হরিশংকর জলদাসের আত্মিক টান। এছাড়াও লেখকের প্রথম বই প্রকাশের নানা ঘটনার অনুভূতি। রয়েছে জীবনের বৈচিত্র্যপূর্ণ ঘটনার বিবরণ।
- সুমনকুমার গাঁতাইত তার 'হরিশংকর জলদাস : দর্পণে জলজীবন' (গাঁতাইত ২০২২, পৃ. ১-১৬০)গ্রন্থে জলপুত্র, দহনকাল, অর্ক, 'জলদাসীর গল্প'- এর নিরিখে জেলেজীবনের সংগ্রাম, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তাদের অন্ধকার দিকগুলি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

হরিশংকর জলদাসের কথাবিশ্ব বিষয়ক প্রবন্ধ :

বিভিন্ন প্রাবন্ধিক ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে হরিশংকর জলদাস-এর কথাসাহিত্যকে বিচার বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। প্রায় প্রত্যেকে ছোটো ছোটো ক্যানভাসে তাঁর সাহিত্যকর্মকে দেখতে চেয়েছেন।

- প্রাবন্ধিক বীরেন চন্দ তার 'জলপুত্র : জল ও জেলেজীবনের নবতম মহাকাব্য' (সাহা (সম্পা.) ২০১৫, পৃ. ৬৮-৭২) প্রবন্ধে 'পদ্মানদীর মাঝি' ও তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাস দুটির সঙ্গে 'জলপুত্র' উপন্যাসের একটি তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। সেখানে তিনি দেখান নদীকেন্দ্রিক জেলেজীবন ও সমুদ্রকেন্দ্রিক জেলেজীবনের সংগ্রামের প্রকৃতি এক হলেও তা ভিন্ন। সমুদ্রের নোনাজলে জেলেদের

ত্বকের রূক্ষতা, সমুদ্রের সঙ্গে তাদের কঠোর সংগ্রাম, ঐক্যবদ্ধ মানসিকতা, সামাজিক শ্রেণিবিভাজন ও তাদের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের একটি ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

- অধ্যাপক সুশান্ত ঘোষের 'হরিশংকর জলদাসের জলপুত্র : আঞ্চলিকতার বর্ণময় বিস্তার' (ঘোষ ২০১৭, পৃ. : ৯-১৫) প্রবন্ধে মূলত চট্টগ্রামের ভাষা, সংস্কৃতি, ভৌগোলিক পরিধি ও আঞ্চলিক জীবনযাত্রার কথা আলোচিত হয়েছে।
- 'দহনকাল : শুধু উপন্যাস নয়, ঐতিহাসিক দলিলও' (হালদার (সম্পা.) ১৪১৮, পৃ.২৮৫) নামক প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক বরুণ চক্রবর্তী 'দহনকাল' উপন্যাসের কাহিনি বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে এর ঐতিহাসিকতা ও আঞ্চলিকতা বিচার করতে চেয়েছেন।
- গবেষক মোঃ আফরুক সেখ তাঁর 'বাংলাদেশের কথাসাহিত্যিক হরিশংকর জলদাস : প্রান্তজনের কথাকার' (মল্লিক (সম্পা.) ২০২০, পৃ. ৭৩১-৭৩৪) প্রবন্ধে মূলত 'জলপুত্র', 'দহনকাল', ও 'জলদাসীর গল্প' গ্রন্থের আলোচনার মধ্য দিয়ে সমুদ্র উপকূলের জেলেজীবনের দারিদ্র্য, আর্থ-সামাজিক অবস্থাকে ব্যাখ্যাসহ আলোচনা করেছেন। পাশাপাশি অন্তশ্রেণি ও আন্তঃশ্রেণির দ্বন্দ্বে জেলেজীবনের শাসক-শোষিতের সম্পর্ককেও ব্যাখ্যা করেছেন।
- 'হরিশংকর জলদাস : নিম্নবর্গীয় জীবনের অন্যতম রূপকার' (মল্লিক (সম্পা.) ২০২০, পৃ.৭৩৫-৭৪৩) প্রবন্ধে সুশান্ত মণ্ডল বিশেষত 'জলপুত্র' উপন্যাস ও 'জলদাসীর গল্প' গ্রন্থে বর্ণিত জেলেসমাজের ভিত্তিতে নিম্নবর্গীয় জীবনের ওপর আলোকপাত করার চেষ্টা করেছেন। জেলেদের প্রতি সমাজের অস্পৃশ্য মনোভাব, সাম্প্রদায়িকতা ও শোষণ-বঞ্চনার ছবিটিও তুলে ধরেছেন প্রাবন্ধিক।
- গবেষক সাথী ত্রিপাঠী তার 'হরিশংকর জলদাসের 'জলপুত্র' : সমুদ্র সংগ্রামী জেলেজীবনের কড়চা' (মল্লিক (সম্পা.) ২০২০, পৃ. ৭৪৪-৭৫১) প্রবন্ধে জলপুত্র উপন্যাসে বিধৃত জেলেদের সামজিক অবমাননা, অর্থনৈতিক সংকট ও শিক্ষা থেকে বঞ্চনার বিষয়টি তুলে ধরেছেন।
- 'হরিশংকর জলদাসের গল্পবিশ্ব : প্রান্তিক জলদাসদের জীবনসংগ্রাম' (মল্লিক (সম্পা.) ২০২১, পৃ. ৪৯০-৪৯৫) প্রবন্ধে মানিকলাল সাহা 'জলদাসীর গল্প', 'লুচ্চা' গল্পগ্রন্থের নিরিখে সমাজের প্রান্তিক মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিপীড়নের দিকটির প্রতি আলোকপাত করেছেন।
- গবেষক আঞ্জু মনোয়ারা বেনজির চৌধুরী তার 'হরিশংকর জলদাসের উপন্যাসে প্রান্ত জনগোষ্ঠীর জীবনভেদ' (সরকার (সম্পা.) ২০২১, পৃ. ১৪৭-১৫১) প্রবন্ধে 'জলপুত্র' উপন্যাসের জেলেজীবনের অন্ধকার দিকগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন।

- প্রাবন্ধিক পাতাউর জামান তার ‘বাংলাদেশের কথাসাহিত্য : নদী-সমুদ্র প্রসঙ্গ’ (মুখোপাধ্যায় (সম্পা.) ২০১৫, পৃ. ১৭৬-৮৭)প্রবন্ধে হরিশংকরের ‘জলপুত্র’ উপন্যাসে সামুদ্রিক জেলেদের জীবনচর্যা দেখানোর পাশাপাশি সামুদ্রিক পরিবেশের প্রভাব জেলেদের কীভাবে পড়েছে সেই দিকটির প্রতি আলোকপাত করেছেন।

ইতিপূর্বে হরিশংকর জলদাসের সাহিত্য বিষয়ক যত আলোচনা হয়েছে, তার অধিকাংশই বিষয় ও ঘটনাকেন্দ্রিক এবং চরিত্রায়ণেই সীমাবদ্ধ। হরিশংকর জলদাস-এর নির্বাচিত কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গের অবস্থান, তাদের সংকট সংক্রান্ত আলোচনা কোনো কোনো প্রবন্ধে স্থান পেলেও, নিম্নবর্গীয় চেতনার আলোকে তাঁর সাহিত্যকে বিশ্লেষণ করা হয়নি যা আমাদের গবেষণায় বিস্তারিত আলোচনা করার সুযোগ রয়েছে।

তাছাড়া বাংলাদেশ থেকে হারুন পাশার সম্পাদনায় ‘পাতাদের সংসার’ (পাশা (সম্পা.) ২০২১, পৃ. ১-২৩০) পত্রিকা গোষ্ঠী হরিশংকর জলদাস বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছেন। যেখানে প্রাবন্ধিক সুব্রত কুমার দাসের লেখা ‘হরিশংকর জলদাস : নিম্নবর্গের নতুন রূপকার’ প্রবন্ধে ‘জলপুত্র’, ‘দহনকাল’, ‘কসবি’ ও ‘রামগোলাম’ উপন্যাস চারটির প্রধান চরিত্রগুলোর মাধ্যমে দেখিয়েছেন হরিজনপল্লিকে জাগিয়ে তোলা জীবনীশক্তির প্রভাব। প্রাবন্ধিক পিয়াস মজিদের লেখা ‘অদ্বৈতর সার্থক উত্তরসাধক’ প্রবন্ধে বিশেষ করে ‘কসবি’, ‘জলদাসীর গল্প’ ও তাঁর গদ্যধর্মী লেখাগুলো আলোচনা করা হয়েছে। প্রাবন্ধিক মহি মুহাম্মদ তাঁর ‘হরিশংকর জলদাসের উপন্যাসে বিধৃত জীবন’ প্রবন্ধে ‘জলপুত্র’, ‘দহনকাল’, ‘কসবি’ উপন্যাসের মাধ্যমে নিম্নবর্গের মানুষের জীবনযাপন পদ্ধতির কথা তুলে ধরার পাশাপাশি ‘হৃদয়নদী’ ও ‘প্রতিদ্বন্দ্বী’ উপন্যাসের আলোচনা করে লেখকের লেখনী শক্তির পরিচয় তুলে ধরেছেন। প্রাবন্ধিক হুমায়ূন মালিক তাঁর ‘হরিশংকর জলদাস ও বাংলা কথাসাহিত্যে সাবঅলটার্ন—পতিত, দলিত মানুষ’ শীর্ষক প্রবন্ধে বিশেষ করে জলপুত্র, দহনকাল, রামগোলাম উপন্যাসে নিম্নবর্গের অবস্থান দেখানর পাশপাশি ‘কসবি’ উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে দেখিয়েছেন বারাঙ্গনারাও নিম্নবর্গের অধীন। ইলিয়াস বাবর তাঁর ‘জলদাসীর গল্প : যার ভুবন জুড়ে মানুষ’ প্রবন্ধে নির্বাচিত গল্প অবলম্বনে নিম্নবর্গীয় নারীর অবস্থানের দিকটি ফুটিয়ে তুলেছেন। তাছাড়া সুরঞ্জন মিদ্দে, নুরুদ্দিন জাহাঙ্গীর, মাসুদ চৌধুরী তাঁদের প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে জলপুত্র উপন্যাসের আঞ্চলিকতা, সামুদ্রিক জেলেদের জীবন সংগ্রাম সম্পর্কিত আলোচনা করেছেন। হাফিজ রহমান, তপন বাগচী, মুজিব রাহমান যথাক্রমে কসবি, মোহনা ও মুক্তিযুদ্ধের গল্পের ভিত্তিতে নিম্নবর্গীয় চেতনার স্বাতন্ত্র্যের দিকটি চিহ্নিত করেছেন।

সাক্ষাৎকার সংগ্রহ

- হরিশংকর জলদাসের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপচারিতার একটিমাত্র গ্রন্থ মহি মুহাম্মদ রচিত ‘হরিশংকর জলদাসের অন্তরঙ্গ কথা’ (মুহাম্মদ ২০১৭, পৃ. ১-১৮৬)। যেখানে লেখকের ব্যক্তিগত জীবন, সাহিত্য রচনার প্রেক্ষাপট, জীবন অভিজ্ঞতার কথা উঠে এসেছে। গ্রন্থটি প্রাথমিক স্তরে হরিশংকর জলদাস-এর ব্যক্তিসত্তা ও লেখকসত্তা সম্পর্কে একটি ধারণা তৈরিতে সাহায্য করেছে।
- হরিশংকর জলদাস-এর ‘নিজের সঙ্গে দেখা’ (জলদাস ২০১৭, পৃ. ৫৫-১০৪) গ্রন্থে তাঁর জীবনের টুকরো অভিজ্ঞতা বর্ণনার সঙ্গে বাংলাদেশের বিভিন্ন পত্রিকা দ্বারা নেওয়া সাক্ষাৎকারগুলিও গ্রন্থবদ্ধ করা হয়েছে। যেখানে তাঁর সাহিত্য রচনার প্রেক্ষাপট, গল্প-উপন্যাস রচনার পেছনে গভীর পড়াশোনা-অনুসন্ধান ও গবেষণার কথা জানা গিয়েছে।

হরিশংকরের কথাসাহিত্য সম্পর্কিত এ পর্যন্ত আমরা নিম্নবর্গ বিষয়ক গবেষণাগ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহ যতটা অন্বেষণ করেছি তাতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আলোচিত হয়েছে সাহিত্যে নিম্নবর্গের অবস্থান, তাদের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক ও সর্বোপরি উঠে এসেছে জেলেসমাজের নিত্য সংগ্রাম, বঞ্চনা ও সমুদ্রসংগ্রামী জেলেজীবনের কথা। আবার কিছু কিছু প্রবন্ধে আমাদের গবেষণার মূল আলোচ্য বিষয়ের কোনো কোনো ভাব তুলে ধরা হলেও নিম্নবর্গীয় চেতনার আলোকে কোনো বিস্তারিত আলোচনা ইতিপূর্বে হয়নি। সুতরাং সেই দিক থেকে এই গবেষণা-সন্দর্ভের বিষয় ও বিশ্লেষণ স্বাতন্ত্র্যের দাবি রাখতে পারে।